গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ডিসেম্বর ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০২৩
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৫ ডিসেম্বর'২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	নভেম্বর'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	ডিসেম্বর'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৯	-	০৯	-		০	০	০৯
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	-	-	-
বিআরটিএ	১৫	১	১৬	-	০	১	০১	১৫
বিআরটিসি	৩৬	০৭	৪৩	-	০৪	০৩	০৭	৩৬
ডিটিসিএ	-	-		-	-	-	-	-
মোট	৬০	০৮	৬৮	-	০৪	০৪	০৮	৬০

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত এ বিভাগের চলমান মামলার সংখ্যা ০৯টি। তন্মধ্যে ১টি মামলার পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, নথি উপস্থাপনে আছে। ১টি মামলায় অভিযুক্তকে চাকুরী হইতে অপসারণের নিমিত্ত সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। ০১টি মামলার শুনানী হয়েছে। ০২ টি মামলায় শুনানী শেষে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ১টি মামলা তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ০২টি মামলা শুনানীর জন্য অপেক্ষমান এবং ০১টি মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শফিউল আজম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর উপসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় তার মামলার বিষয়টি এ বিভাগের সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।	বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান, ৯ম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলাগুলোর বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক ১০ম বা তদনিম্ন গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিভাগীয় মামলাগুলো প্রক্রিয়া করা হয়। সওজ অধিদপ্তরের বর্তমানে কোনো বিভাগীয় মামলা চলমান নেই।	বিভাগীয় মামলা পাওয়া গেলে বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১৫টি। ডিসেম্বর'২২ মাসে ১টি মামলা রুজু এবং ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৫টি।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান নভেম্বর'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩৬টি। ডিসেম্বর'২২ মাসে ৭টি মামলা রুজু এবং ৭টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৬টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

৩. **আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা**

ডিসেম্বর'২২ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থার নাম	নভেম্বর'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	ডিসেম্বর'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৯১৩	০	৩৯১৩	০	০	০	৩৯১৩
বিআরটিএ	২৯৩	২	২৯৫	০	০	০	২৯৫
বিআরটিসি	৯৪	৩	৯৭	৩	৩	০	৯৩
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	০	০	০	০৪
মোট	৪৩০৪	০৫	৪৩০৯	৩	৩	০	৪৩০৬

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আলাপ করার বিষয়টি সচিব মহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য সভায় যুগ্মসচিব (আইন)-কে পুনরায় অনুরোধ করা হয়।	(ক) জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মতামতের বিষয়ে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, (মুন্সিগঞ্জ/ শরিয়তপুর সড়ক বিভাগ
(খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারের বিষয়ে গত ১১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে। এসএ রেকর্ড অনুযায়ী জমির মালিক সওজ অধিদপ্তর। কিন্তু ৭২১৬ পিও মূলে ১৯৭৫ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে জনৈক রেজাউল করিম ক্রয় করেন। আরএস রেকর্ড অনুযায়ী তিনি এ জমির মালিক। পরবর্তীতে রেজাউল করিম জনৈক জনাব ইকবাল হোসেনের নিকট বিক্রি করেন। তার নামে সিটি জরিপ না হওয়ায় তিনি রেজাউল করিমের নামে রেকর্ড সংশোধনের মামলা করেন, মামলায় জনাব ইকবাল হোসেনের পক্ষে রায় হয়েছে। কিভাবে শিল্প মন্ত্রণালয় জায়গাটি জনৈক রেজাউল করিমের নামে বিক্রয় করেছেন বিষয়টি জানার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছে বিক্রয়ের বিষয়টি জানতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
(গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবী সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষয়ে Power of attorney নিয়ে বাদীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়েরের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে। মামলার এজাহার তৈরী করে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রমাণক উপস্থাপন এবং পক্ষে রায়ের জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য সভাপতি সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(গ) মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবী সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষেয়ে power of attorney নিয়ে করা বাদির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রমাণক উপস্থাপন এবং পক্ষে রায়ের জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে।	
(ঘ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, শরীয়তপুর সড়ক বিভাগে ১(এক) লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবির বিষয়ে সৃষ্ট মামলাটি শুনানির জন্য অপেক্ষাধীন আছে। আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ মামলায় আইনজীবী হিসেবে অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয়কে সম্পৃক্ত করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঘ) ১ (এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলায় আইনজীবী হিসেবে অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয়কে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
সওজ অধিদপ্তর: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে, ডিসেম্বর ২০২২ মাসে কোনো মামলা রুজু ও নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৯১৩টি। মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর ২০২২ ও ২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব জহুরুল ইসলাম এর চেম্বারে বিভিন্ন মামলা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অন্যান্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলায় আদালত হতে স্থগিতাদেশ বা ইনজাংশন দেয়া হলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না হলে	(ক) (১) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক)(২) গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলায় আদালত হতে স্থগিতাদেশ বা ইনজাংশন দেয়া	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার বিষয়ে সভাপতি জানান, যশোর সড়কের পার্শ্বে গাছ অপসারণ বিষয়ে পরিবেশ বাদীরা একমত হয়েছেন। তাই তাদের আদালতে করা রিটের বিপরীতে স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে কাগজপত্র সংগ্রহ করে আদালতে দাখিলসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এস্টেট ও আইনক কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় এবং প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	তাৎক্ষণিকভাবে চেম্বার জজ আদালতে আপীল দায়ের করতে হবে। (ক)(২) যশোর সড়কের পার্শ্বে গাছ অপসারণ বিষয়ে পরিবেশ বাদীদের করা রিটের বিপরীতে স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যলয় হতে কাগজপত্র সংগ্রহ করে আদালতে দাখিলসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়/প্রধান বৃক্ষপালণবিদ
	(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং দ্রুত কর্মকর্তা পদায়নের জন্য যুগ্মসচিব সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছেন। সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য পরাশর্ম প্রদান করেন।	(খ) চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	জনাব সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন, যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ডিসেম্বর'২২ মাসে ২টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে বিআরটিএ'র অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৯৫টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন/ বিআরাটিএ)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসেম্বর'২২ মাসে ০৩টি মামলা রুজু ও ০৩টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯৪টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ' জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে। শুনানীর জন্য অপেক্ষামান।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	১
সওজ অধিদপ্তর	৭২২৭	১১৫২	৫৪৭২	৬১০	-	৭২২৭	১৮	৭২০৯
বিআরটিসি	১২০১	১৬৬	৯৪৪	৯১	-	১২০১	-	১২০১
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	-	৩৬৪
ডিটিসিএ	৯	১	৮	-	-	৯	-	০৯
ডিএমটিসিএল	৩২	১১	২১	-	-	৩২	১২	২০
মোট	৮৮৩৪	১৪৬৬	৬৬৭৩	৭০২	০	৮৮৩৪	৩০	৮৮০৪

যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, নভেম্বর'২২ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৮৩৪টি। ডিসেম্বর'২২ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ৩০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৮০৪টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) ডিসেম্বর ২০২২ মাসে ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সন্তোষজনক আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন এবং অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রাপ্তির বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। চলতিমাসে (জানুয়ারি'২৩) মাসে বিআরটিসি অডিট আপত্তির ওপর ঢাকা, লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা জেলার ত্রি-পক্ষীয় অনুষ্ঠিত হবে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, অডিট অধিদপ্তরে প্রতিমাসে প্রেরিত ব্রডশীট জবাবের তথ্য ছকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভাপতি যগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান অব্যাহত রাখতে হবে। অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রাপ্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ক) (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং অডিট অধিদপ্তরে প্রতিমাসে প্রেরিত ব্রডশীট জবাবের তথ্য ছকে অন্তর্ভুক্ত	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ উপসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করতে হবে।	
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সিলেট সড়ক বিভাগের আওতায় মহাসড়কে ওয়ে স্কেল মেশিন না বসানোর কারণে আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে সৃষ্ট অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনাপূর্বক পিএ কমিটি বরাবর জবাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	(খ) প্রতিবেদনটি পর্যালোচনাপূর্বক জবাব প্রস্তুত করে পিএ কমিটি বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির রেকর্ড নোটে পরিচালক (ফাপাড) এর স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হলে ৫টি কারণ উল্লেখ করে ১৮.১২.২০২২ তারিখে রেকর্ড নোটস স্বাক্ষরে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে গত ০৪.০১.২০২৩ তারিখে বিষয়টি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, বিষয়টি ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ একত্রে বসে পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	(গ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির মিটিং রেকর্ড নোটে স্বাক্ষর না করার কারণগুলো ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারন করবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
	(ঘ) মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), ডিএমটিসিএল জানান, ডিএমটিসিএল এর ৩২টি অডিট আপত্তির মধ্যে ডিসেম্বর'২২ মাসে ১২টি অডিট আপত্তি (লাইন-৬ সংশ্লিষ্ট) নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি আপত্তির জবাব প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ঘ) ডিএমটিসিএল ২০টি অগ্রিম অডিট আপত্তির জবাব ফাপাডে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঙ) অডিট ক্যাডার হতে সদ্য উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে পদায়নের নিমিত্ত লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে যুগ্মসচিব সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন এবং অডিট শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। শীঘ্রই ১ জন কর্মকর্তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	(ঙ) (২) পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/উপসচিব (অডিট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ কর্মকর্তাদের পেনশন কেইস)		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৫	৪	২৯	-	২৯	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১৩	০৩	১৬	৩	১৩	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	০৭	০৭	০৭	-	
বিআরটিসি		২৩২	০৮	২৪০	২ (আংশিক)	২৪০	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৭১	২২	২৯৩	১০	২৮৩	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) উপসচিব, সওজ গেজেটেড সংস্থাপন জানান, নভেম্বর'২২ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন ২৫ পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর মাসে ৪টি পেনশনের আবেদন পাওয়ায় এবং কোনো পেনশন কেইস নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস ২৯টি। এই ২৯টি পেনশন কেইস অডিট শাখার অনাপত্তি না পাওয়ায় পেন্ডিং রয়েছে। এছাড়া, জনাব খালেকুজ্জামান এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন না পাওয়ায় পেনশন প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটিতে চলে গেছে। মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় জবাব ও তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে উপস্থাপন ও নিষ্পত্তি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কিছু করণীয় নেই এবং এটি এখন মন্ত্রালয় সংশ্লিষ্ট নয়। তাই বিষয়টি আলোচনার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে। যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) আরো জানান, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অবসর প্রাপ্ত ২ জন কর্মকর্তার ১১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ডিসেম্বর'২২ মাসে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (২) স্থগিত থাকা ০৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদনের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১জন কর্মকর্তার পেনশন প্রদান করা হয়েছে। অপর ২ জন কর্মকর্তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অনাপত্তি প্রদান না করায় পেনশন প্রদান করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য ১৩.০৯.২০২২ তারিখে এ সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	(১) (ক) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) জনাব খালেকুজ্জামান এর পেনশন প্রদান সংক্রান্ত এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে। (২) ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পেনশন প্রদানের নিমিত্ত অনাপত্তি পত্রের জন্য পুনরায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ উপসচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের ১৩টি পেনশন কেইসের মধ্যে ডিসেম্বর'২২ মাসে ০৩টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি এবং নতুন ৩টি পেনশন কেইসের আবেদন পাওয়ায় অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ১৩টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ০৭টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	গ. বিআরটিসি চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাসে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জানুয়ারি'২৩ মাসে ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হবে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। প্রত্যেক কর্মকর্তা পেনশনে যাবার পূর্বেই কাগজপত্র প্রস্তুত করে থাকেন। তাই আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** **ক. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা বিআরটি) জানান, খসড়া বিআরটি বিধিমালা ২০২২-এ অর্থের সংশ্লেষ থাকায় মতামতের জন্য ০৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়ার নিমিত্ত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে এ মাসের মধ্যে মতামত আনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত মতামত আনতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা বিআরটি)/ উপসচিব (ঢাকা বিআরটি)
	গ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে প্রেরিত মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২ এর খসড়া আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭.০১.২০২৩ তারিখ সভা আহবান করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়ার প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঘ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: (১) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান টোল নীতিমালা ২০১৪-হালনাগাদ করার জন্য গত ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্দেশনাসমূহ খসড়া নীতিমালায় সংযোজনপূর্বক ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা সম্বলিত খসড়া নীতিমালা প্রাপ্তির পর পুনরায় সভা করা হবে। খসড়া নীতিমালা প্রেরণ বিষয়ে সভায় প্রধান প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। (২) (২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান, ৩টি সেতুর টোল আদায় বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান সেতু (৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু): RFP ইস্যু করা হয়েছে এবং ০৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ গ্রহণ করা হয়েছে। মধুমতি সেতু (কালনা সেতু): RFP ইস্যু করা হয়েছে এবং ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব (৮ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু: Short List অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন। দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) নির্দেশনাসমূহ খসড়া নীতিমালায় সংযোজনপূর্বক দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে উদ্বোধনকৃত ৩টি সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব ও গঠিত কমিটির আহবায়ক/ সি. স. সচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঙ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণয়ন: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর স্টেক হোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ডিটিসিএ কর্তৃক একীভূত মত প্রদানের লক্ষ্যে ডিটিসিএ কার্যালয়ে একাধিক সভা করা হয়েছে। খসড়া প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	চ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২২: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ এ সংক্রান্ত অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আইন প্রণয়নের পরিবর্তে একটি বিধিমালা প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে কমিটি করে দেয়া হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. অকেজো যানবাহন ব্যবস্থাপনা/যানবাহন স্ক্র্যাপ গাইডলাইন, ২০২২: সহকারী সচিব (বিআরটিএ শাখা) জানান, গত ০৪.০১.২০২৩ তারিখ এ বিভাগের যুগ্মসচিব (এমআরটি)কে আহবায়ক করে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ০৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি খসড়া গাইড লাইন পর্যালোচনাপূর্বক ৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। প্রতিবেদনের আলোকে গাইডলাইনটি সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে গাইডলাইনটি সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	জ. সিপিটিইউ কর্তৃক প্রণীত Assets Disposal Policy এর ওপর মতামত: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি দপ্তরে ব্যবহৃত সম্পদসমূহের (Asset) আয়ুষ্কাল শেষে নিষ্পত্তিকরণের উদ্দেশ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক Assets Disposal Policy এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত Policy এর ওপর এ বিভাগ হতে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মতামত প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে খসড়া নীতিমালার কপি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা হতে মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সিপিটিইউ কর্তৃক প্রণীত Assets Disposal Policy এর ওপর দপ্তর/সংস্থা হতে মতামত প্রদান করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান/যুগ্মসচিব (আইন)
৭.	<u>বৃক্ষরোপণ</u> : (ক) উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, প্রণীত ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) চূড়ান্তকরণ সংশ্লেষে গাইডলাইনটি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক থিমেটিক গ্রুপ-এর মতামত প্রদানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) ও জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক থিমেটিক গ্রুপ প্রধানকে পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি অসুস্থজনিত অনুপস্থিত থাকায় আরবান ট্রান্সপোর্ট উইং এর প্রতিকল্প কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। (খ) এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের জন্য প্রস্তুতকৃত গাইডলাইনে মহাসড়কের পার্শ্বে তাল, খেজুর ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানোর ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	(ক) প্রণীত ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) পর্যালোচনা করে দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (খ) ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন চূড়ান্ত হলে সে অনুযায়ী মহাসড়কের পার্শ্বে তাল, খেজুর ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব/ উপসচিব টোল ও এক্সেল)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
৮.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামজারি সংক্রান্ত:** (ক) (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান, সড়ক বিভাগের আওতাভুক্ত অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরের মাধমে প্রাপ্ত ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তি হালনাগাদ/ত্বরান্বিত করার জন্য জোন/সার্কেল/সড়ক বিভাগভিত্তিক সভা করা হচ্ছে এবং জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের সাথে যোগাযোগ করে ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান, হস্তান্তরিত ভূমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় এ্যাসিল্যান্ড অফিস থেকে নামজারীর আবেদন খারিজ করে দেয়া হয়। নামজারির বিষয়ে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ জন্য কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে সচিব মহোদয় বরাবর প্রেরণ করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পর সকল কাগজপত্রের ১ সেট সওজ অধিদপ্তরের সম্পত্তি উইং এর নিকট প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বপারোপ করা হয়। (গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ২৪ শতাংশ জায়গার বিপরীতে জনৈক গোলাম ফারুকের নামে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা লোন দেয়ার বিষয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে কাগজপত্রাদি পাওয়া গিয়েছে। জনাব গোলাম ফারুক হোসেন ঋন খেলাপী হওয়ায় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি আদালত কর্তৃক ক্রোক করা হয়েছে। তন্মধ্যে সওজ অধিদপ্তরের উক্ত ২৪ শতাংশ জায়গাও রয়েছে। ২৪ শতাংশ জায়গা জনৈক গোলাম ফারুকের নয় মর্মে আদালতকে অবহিত করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, রাজউক কর্তৃক আয়োজিত এক যৌথ সভায় উক্ত জায়গা সওজ অধিদপ্তরের মালিকানা বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে। রাজউক হতে সভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কাগজ সংগ্রহ করে নামজারি করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয় এবং উক্ত ভূমিতে সওজ মালিকানা উল্লেখ করে একটি সাইন বোর্ড লাগানোর জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) (১) সকল সড়ক বিভাগের আওতাভুক্ত অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) ভূমি নামজারি করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করতে হবে। (ক) (৩) ভূমি অধিগ্রহণের পর সকল কাগজপত্রের ১ সেট সওজ অধিদপ্তরের সম্পত্তি উইং এর নিকট প্রেরণের জন্য প্রতিটা সড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (গ) (১) ২৪ শতাংশ জায়গা জনৈক গোলাম ফারুকের নয় মর্মে আদালতকে অবহিত করতে হবে এবং রাজউক কর্তৃক আয়োজিত যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কাগজ সংগ্রহ করে নামজারির উদ্যোগ নিতে হবে। (গ) (২) উক্ত ভূমিতে সওজ মালিকানা উল্লেখ করে সাইন বোর্ড লাগাতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী- গত ২৯.১২.২০২২ তারিখ নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সওজ ভূমির উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, সওজ অধিদপ্তরের জায়গা দখলে রাখতে সীমানা পিলার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সীমান পিলার স্থাপনের মাসভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক মোতাবেক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সওজ অধিদপ্তরের জায়গা দখলে রাখতে সীমানা নির্ধারণপূর্বক পিলার স্থাপন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সীমান পিলার স্থাপনের মাসভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	বিআরটিএ'র অনুকূলে উত্তরা এবং পূর্বাচলে জায়গা বুঝিয়ে পাওয়া সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ এর অনুকূলে রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পে ১৬/বি-১নং সেক্টরে ২নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লটে বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেলে ২টি বেজমেন্ট ও ১৩তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক ১৩.১২.২০২২ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী আপাতত: দরপত্র দলিল প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল প্রস্তুতের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(খ) বিআরটিএ'র অনুকূলে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত প্লটটি দখল হস্তান্তরের জন্য "চূড়ান্ত জরিপ পত্র" এর আবেদন ফরমটি পূরণ করে চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবর গত ০৬.১২.২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাজউক এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(খ) বিআরটিএ'র অনুকূলে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গা দ্রুত দখলে নিতে হবে।	উপসচিব (বিআরটিএ)
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ডিসেম্বর'২২ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগে অবৈধভাবে স্থাপিত ২৩০০টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ডের মধ্যে অবৈধ ১৭২টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ অব্যাহত আছে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১০.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান (ক) (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাসে ০৫টি অভিযানে ২০টি মামলায় ৭১,৭০০/-(একাত্তর হাজার সাতশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, সারাদেশে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ৮৭৫টি মামলার মাধ্যমে ৩৩,৮৩,৪০০ (তেত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার চারশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৩১(একত্রিশ)টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১০(দশ) জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।	(ক) (১) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার/উপসচিব (বিআরটিএ)
	(ক) (২) সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নিমিত্ত সর্বমোট ১১(এগার) জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য গত ০৬.১১.২০২২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বিআরটিএ'র প্রশাসন ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাগণকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা অর্পণের জন্য গত ১৫.১২.২০২২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) (২) ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	(ক) (৩) মোবাইল কোর্ট কর্তৃক আটক করা যানবাহন ডাম্পিং এ প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তর হতে একটি রেকার সংগ্রহের জন্য গত ০৮.০১.২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ এবং টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। শীঘ্রই সওজ অধিদপ্তর হতে একটি রেকার পাওয়া যাবে।	(ক) (৩) মোবাইল কোর্ট কর্তৃক আটক করা যানবাহন ডাম্পিং এ প্রেরণের জন্য দ্রুত সওজ অধিদপ্তর হতে একটি র‍্যাকার সংগ্রহ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) (১) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাসে ২,২৬৭টি মামলায় ৩৩,২১,৩১০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। (খ) (২) মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রয়েছে। গত ডিসেম্বর ২০২২ মাসে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১২৬টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি (পূর্বের আরটিসি) এর সভা আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর গত ০১.০৯.২০২২ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য জুলাই, ২০২২ থেকে নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১৫টি জেলা সার্কেল হতে আরটিসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। (গ) মহাসড়কের ক্ষতি রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাসে ০২টি অভিযানে ৪৮টি মামলায় ১,৮৮,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	(খ) (১) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গনমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে এবং সড়কে দূর্ঘটনা রোধ ও শৃঙ্খলা আনয়নে বিআরটিএ'র জেলা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটির সভা (পূর্বের আরটিসি) নিয়মিত আহবান করতে হবে। (গ) মহাসড়কের ক্ষতি রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	
১১.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৬টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত অভিযোগের মধ্যে ২টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত অভিযোগ/মতামতগুলো নিষ্পত্তির সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস ০৬টি রুটে চালু রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার অব্যাহত আছে। (খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়নের জন্য বিআরটিএ'র ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড (MSPPL) কর্তৃক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে, যা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়ন করা যাবে। আশা করা যায়, জানুয়ারি, ২০২৩ মাসের মধ্যেই যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়ন করা যাবে।	(ক) "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা)
	(গ) BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারীগণের ভিজিট কমানোর জন্য পরীক্ষা গ্রহনের পূর্বেই পরীক্ষা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক ডেটা এনরোলমেন্ট এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি নতুন প্রক্রিয়ার আওতায় লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গত ১৬.১১.২০২২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে আবেদনকারীগণ পরীক্ষা কেন্দ্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে গ্রাহকগণকে পুনরায় হার্ডকপি জমা দেয়ার এবং বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্টের জন্য বিআরটিএ-তে যেতে হবে না। এলক্ষ্যে অনলাইন আবেদন ফরম আরো তথ্যসমৃদ্ধ করাসহ অন্যান্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের/ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স (স্মার্ট কার্ড) আবেদনকারীগণের ঠিকানায় ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রেরণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	(গ) জনসাধারণের ভিজিট কমিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত আইডিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি ফলোআপ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করার জন্য এপিএ টীম লিডার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় হতে দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি ফলোআপ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি/এপিএ টীম প্রধান, আরটিএইচডি
	<u>Right to information:</u> **তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ হালনাগাদকরণ:** তথ্য প্রদান কর্মকর্তা জানান, সকল দপ্তর/সংস্থা ও এ বিভাগের শাখা/অধিশাখা হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুত হয়েছে। এটি ১৫.০১.২০২৩ তারিখের মধ্যে ওয়েব সাইটে প্রকাশের বাধ্যবাদকতা রয়েছে। ইতোমধ্যে ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য আইসিটি ইউনিটকে পত্র দেয়া হয়েছে। এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষন)
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করা জন্য দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। আইসিটি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. সড়ক নিরাপত্তা (Road Safety) সংক্রান্ত তথ্য:** সড়ক নিরাপত্তা এ বিভাগের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে বিআরটিকে গভীরভাবে কাজ করতে হবে। সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারী আহত/নিহত হয়। কিন্তু আহত/নিহতের সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয়না। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের পরিচালক (ইঞ্জি:) এবং সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:)গণ জেলা প্রশাসন ও সিভিল সার্জনের সাথে সমন্বয় করে সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারী আহত/নিহত এবং হাসপাতালে ভর্তির সঠিক সংখ্যার তথ্য ছক মোতাবেক প্রতিমাসের ১ তারিখের মধ্যে বিআরটিএ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং প্রধান কার্যালয় সমন্বিত করে ৫ তারিখের মধ্যে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) (১) জেলা প্রশাসন ও সিভিল সার্জনের সাথে সমন্বয় করে সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারী আহত/নিহত এবং হাসপাতালে ভর্তির সঠিক সংখ্যার তথ্য ছকে প্রতিমাসের ১ তারিখের মধ্যে বিআরটিএ'র মাঠ পর্যায়ের জেলা অফিস হতে সংগ্রহ করে ৫ তারিখের মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	খ. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন: এসডিজি ফোকাল পার্সন কর্মকর্তা জানান, এসডিজি বিষয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে ১১.০১.২০২৩ তরিখে জুম প্লাটফর্মে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বেইজ লাইন সার্ভে প্রস্তুত করা এবং সড়ক দুর্ঘটনার সঠিক তথ্য/পরিসংখ্যান প্রকাশের লক্ষ্যে আগামী ১৬.০১.২০২৩ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন এসডিজির অর্জন সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে বিস্তর কাজ করতে হবে।	(ক) দপ্তর/সংস্থার এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান জনাব মো: জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এসডিজি সংক্রান্ত কার্যাবলী
	গ. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কি অর্জিত হয়েছে কি হয়নি সেগুলো ফলোআপ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভাপতি সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ জানান। অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত একটি সভা আহবানের জন্য এ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) নির্বাচনী ইশতেহারের দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। (খ) নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা আহবান	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ জনাব মো: আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, নির্বাচনী

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			ইশতেহার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
	ঘ. মহাসড়ক/সেতুতে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন "মেঘনা ও গোমতী" সেতুর টোল প্লাজায় চলাচলকারী যানবাহনের ওপর গত ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টীম কর্তৃক ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি জানান জরিপের বিষয়ে ইতোমধ্যে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	"মেঘনা ও গোমতী" সেতুর টোল প্লাজায় চলাচলকারী যানবাহনের জরিপের বিষয়ে ইতোমধ্যে যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ /সিনিয়র সহকারী সচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঙ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে, চরসিন্দুর সেতু ও নরসিংদী টোল প্লাজা এর আইটি অডিট সম্পন্ন করার জন্য বিসিসিকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিসিসির সাথে যোগাযোগ করে চরসিন্দুর সেতু ও নরসিংদী টোল প্লাজার আইটি অডিট সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সহকারী সচিব (টোল ও এক্সেল)
	(২) বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে, গত ০২.০১.২০২৩ তারিখ আইটি অডিট প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় পদেক্ষপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদেক্ষপ গ্রহণ করতে হবে।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (ক) মেঘনা ও গোমতী সেতুতে সফলভাবে পাইলটিং চলমান আছে। পাইলটিং এর সময় বড় ধরণের কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় নাই। সফলভাবে পাইলটিং সম্পন্ন হওয়ার পর BCC থেকে ফাইনালী সফটওয়্যারটি কোয়ালিটি টেস্ট করে বুঝে নেয়া হবে। (খ) Unified Toll কালেকশনের জন্য সড়ক ভবনস্থ সেন্ট্রাল সার্ভারসহ লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও লেন সমূহের তালিকা তৈরী করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনুমোদনক্রমে ইতোমধ্যে ঢাকা জোন, গোপালগঞ্জ জোন, সড়ক সার্কেল ও পাবনা সড়ক সার্কেল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যাতে ইজারাদারগণ তালিকা অনুযায়ী হার্ডওয়্যার সরবরাহ করতে পারে।	(ক) মেঘনা ও গোমতী সেতুর পাইলটিং এর মেয়াদ শেষ হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে সফটওয়্যার বুঝে নিতে হবে। (খ) Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে তালিকা অনুযায়ী ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ছ. প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, গত ২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ থেকে অনলাইনে সিএমএস চালু করা হয়েছে। এখন থেকে মাঠপর্যায়ের সকল রিয়েল টাইম তথ্য প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসে দেখা যাবে। শুধু মাত্র প্রাথমিক কিছু তথ্য যেমন: সড়ক ভবনের প্রতিষ্ঠাকাল, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ প্রথমে একবার এন্ট্রি দিলেই অ্যাপসটি ব্যবহারের উপযোগী হবে। অ্যাপসটি অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছেনা এবং অ্যাপসটি কতটুকু কার্যকর তা ফিজিক্যালি দেখা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি জানান। এ বিষয়ে এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর সহযোগিতায় সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অ্যাপসটির অপারেটিং বিষয়ে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসটির কার্যকারিতা ও অপারেটিং বিষয়ে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সাইকা সারকিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
	জ. ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, ইতোমধ্যে ডিটিসিএ কর্তৃপক্ষকে ৫টি ফ্লোর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। সহসাই চলমান সকল কাজ সমাপনান্তে অবশিষ্ট ফ্লোরগুলোও বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। নির্বাহ পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, খুব শীঘ্রই ডিটিসিএ অফিস নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হবে।	নতুন ভবনে ডিটিসিএ অফিস স্থানান্তর করতে হবে এবং অবশিষ্ট ফ্লোরগুলোর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	ঝ. মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে এবং মোটরসাইকেল বিক্রি ও লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তগুলো পালন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। সভাপতি জানান, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৯তম সভায় ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল এ ৫টি জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, অটোরিকশা, অটোটেম্পু এবং অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধে নিবিড় পর্যবেক্ষণ (Close monitoring) ও মোবাইলকোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিআরটিএ হতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উক্ত মহাসড়কে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের তথ্য স্থানীয় পার্যায় হতে ছকে সংগ্রহ করে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৫টি জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইলকোর্ট পরিচালনার তথ্য প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঞ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন ও উদ্ধার: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি জানান, প্রস্তাবিত বিআরটি বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসের ২৭৫/২২ নং মিস কেইসের বিপরীতে শুনানী হয়েছে। শীঘ্রই মাঠ পরিদর্শন শেষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।	প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সওজ
	ট. গাড়ীতে আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন: প্রত্যেক গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গাড়ীর কাগজ করানোর সময়ই মালিকের কাছ থেকে আরএফআইডি ট্যাগের টাকা নেয়া হয়। পরে এটি প্রস্তুত করে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অনেকেই আরএফআইডি ট্যাগ নিতে আসেননা। অনেকেই আবার ঢাকার বাইরে অন্য জেলায় চলে যান সেখান থেকে আসতে চাননা। গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি/নোটিশ এবং টেলিভিশন স্ক্রলে খবর প্রদান করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে অনুরোধ জানান। এছাড়া, গাড়ির ফিটনেস প্রদানের সময় আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিআরটিএ'র প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। আরএফআইডি ট্যাগ বিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় হতে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর ডি.ও পত্র প্রদান করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য একাধিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি/নোটিশ এবং টেলিভিশন স্ক্রলে খবর প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গাড়ির ফিটনেস প্রদানের সময় আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) ফিটনেস প্রদানের সময় আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য বিআরটিএ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (৩) আরিএফআইডি ট্যাগ বিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলাপ্রশাসক বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ঠ. বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্প: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন চলমান আছে। দুত সময়ের মধ্যে ক্রয় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে ডিটিসিএ'র সবগুলো প্রকল্পের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবানের জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)কে অনুরোধ করেন।	(১) বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের ক্রয় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে ডিটিসিএর'র সবগুলো প্রকল্পের ওপর সভা আহবান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	ড. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩টি দীর্ঘদিন এবং সম্প্রতি গৃহীত ১টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক চুক্তি সংক্রান্ত যা কানেক্টিভিটি শাখায় প্রক্রিয়াধীন। অপর ১টি BOOT ভিত্তিতে Construction of 2nd Dhaka-Chittagong National Highway প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	ঢ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৫১টি পদের মধ্যে ৬৮টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ১২টি, ৩য় শ্রেণির ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি) শূন্যপদ রয়েছে। শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৮টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ১৫ জন কর্মকর্তা প্রেষণে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণায়কে অনুরোধ করা হলে উপপরিচালক পদে ১ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। অনান্য শুণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২১৫৯টি পদ শূন্য রয়েছে। সম্প্রতি ৯৭ জন চালক নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৭.১১.২০২২ তারিখে ১৩৮ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় অন্যান্য পদগুলো পর্যায়েক্রমে নিয়োগপক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। **বিআরটিএ:** ৯৩১টি পদের মধ্যে ২১৩টি পদ শূন্য রয়েছে। নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ৮৬টি পদ পূরণে পিএসসি'র সুপারিশ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৭টি ক্যাটাগরীর ৬৪টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৭২৮ পদ শূন্য রয়েছে। ১ জন ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) পদে নিয়োগের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের জন্য বিপিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি পদে ২৯-১০-২০২২ তারিখে এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অফিস সহায়ক এর ৬৬টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম অব্যাহত এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	ণ. মুজিব'স বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং তথা অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে এটিএন বাংলায় প্রচারিত আর্টশো 'বদলে যাওয়া বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে এ বিভাগের চলমান ও সম্পন্ন হওয়া প্রকল্পগুলোর ওপর ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচার সংক্রান্ত: টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মযজ্ঞ নিয়ে 'বদলে যাওয়া বাংলাদেশ' নামক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারে কর্তৃপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে বিনামূল্যে অংশিদার সহযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যে এটিএন বাংলা চ্যানেলের প্রতিনিধিকে তথ্য সরবরাহসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সভাপতি সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ করেন।	'বদলে যাওয়া বাংলাদেশ' নামক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের লক্ষ্যে এটিএন বাংলা চ্যানেলের প্রতিনিধিকে তথ্য সরবরাহসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান
	ত. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি এবং মন্ত্রণালয়ের ১টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রকল্পটি এডিপিতে অন্তর্ভূক্তি এবং দরপত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি এডিপিতে অন্তর্ভূক্তি এবং দরপত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান- ক. চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ে। খ. খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের অবশিষ্ট ৬টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করা হবে।	ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ দ্রুত শেষ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ. অবশিষ্ট ৬টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহারের সকল গেট সব সময় খোলা রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩১ ডিসেম্বর'২২ তারিখ পর্যন্ত ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩০,৫৩২(ত্রিশ হাজার পাঁচশত বত্রিশ)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আওতায় সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃক গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।	এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া ওপর স্টেক হোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ডিটিসিএ কর্তৃক একীভূত মত প্রদানের লক্ষ্যে ডিটিসিএ কার্যালয়ে একাধিক সভা করা হয়েছে। খসড়া প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	<u>**বিবিধ নির্দেশনা:**</u> **সওজ অধিদপ্তর** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (খ) চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সবোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মানের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। (চ) মধুমতি সেতু, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান সেতু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব (৮ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু, এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। (ছ) ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (ঝ) ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপেসওয়ে এ্যাটগ্রেড হবে নাকি এলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবিচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।	ক-ঝ এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। (গ) এ বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট আছে। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ ১৬ ইসিবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক ত্বরান্বিত করা হবে। (ঙ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। (চ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মধুমতি সেতু (কালনা সেতু) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান সেতু (৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু) গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে এবং রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়ায় কচা নদীর উপর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে উদ্বোধনপূর্বক যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। (ছ) ১১তম চীন মৈত্রী সেতুর আওতায় খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল। পরবর্তীতে অন্য কোন দাতা সংস্থার মাধমে দ্রুত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুনরায় পিডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে ERD তে প্রক্রিয়াধীন আছে। (জ) ERD এর মাধ্যমে Korean Exim Bank (KEB) এর নিকট এ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। Korean Exim Bank (KEB) থেকে এখনও সম্মতি পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লনে নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design প্রণয়নের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০২৫ সালের ADB Pipe Line প্রকল্পের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত আছে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সওজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৩১.০৭.২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্যা সমাধানে নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-কে আহবায়ক করে একটি গঠন করা হয়েছে।		
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা:** • ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; • সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। • হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। • বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভূত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (ক) "ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং কার্যক্রম জোরদার করা " সংক্রান্তে বিআরটিএ'র মন্তব্য নিম্নরূপ: • ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে দুইবার আবেদন করার পরিবর্তে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন বেজড একটি কম্বাইনড ফরমে একবার আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে (BSP) চালু হয়েছে। • উক্ত অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালুর ফলে আবেদনকারীকে অন্ততঃ ৪ (চার) বারের পরিবর্তে শুধুমাত্র ০১ (এক) বার বিআরটিএ'র পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে বায়োএনরোলমেন্ট প্রদান ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। • এর ফলে আবেদনকারী প্রথমে অনলাইন ভেরিফিকেশন বেজড QR কোড সম্বলিত লার্ণার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবেন।	প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রবেশ করে যাবতীয় তথ্য ও সংযুক্তি যাচাইপূর্বক সাবমিট করতে হবে। • এছাড়া আবেদনকারীগণ পরীক্ষার ফলাফল এবং আবেদনের প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি পর্যায়ের স্টেটাস অনলাইনে জানতে পারবেন এবং QR কোড বেজড সিস্টেম জেনারেটেড মোটরযান চালনার অস্থায়ী অনুমতিপত্র বা Acknowledgement Slip গ্রহণ করতে পারবেন। • প্রিন্টিং কার্যক্রম সম্পাদন শেষে আবেদনকারীর প্রদত্ত ঠিকানায় ডাকযোগে ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড পৌছে দেয়া হবে। • "DL Checker" app এর মাধ্যমে বিআরটিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স এর তথ্য বা প্রিন্টিং স্টেটাস দেখা বা যাচাইয়ের সুযোগ রয়েছে। • ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড (DCTB) এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে সিলিং (পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত সংখ্যা) বৃদ্ধিসহ নিয়মিত DCTB বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। DCTB কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার দিন শেষে Online এ প্রকাশ করা হয়। যে কারণে পরের দিনই আবেদনকারীগণ কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল করা যায়। • পেশাদার ভারী মোটরযান চালনার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা শিথিল করা হয়েছে। বর্তমানে ১ (এক) বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হালকা পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীকে সরাসরি মধ্যম শ্রেণির ও ১ (এক) বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মধ্যম শ্রেণির পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীকে সরাসরি ভারী শ্রেণির এবং ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হালকা পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীকে সরাসরি ভারী শ্রেণির মোটরযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • ড্রাইভিং লাইসেন্স সিস্টেমে অ্যাপ্রুভ হওয়ার সাথে সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ প্রেরণ করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স সার্কেলে রিসিভ হওয়ার সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ পৌছে যায় ফলে গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে কোনও সমস্যা হয় না। • দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করার জন্য নিয়মিত ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে ১৪৭টি ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হয়েছে। • ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর বোর্ড পরিচালনার মাধ্যমে ৯১১ টি ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। • সরকার কর্তৃক "Skill for Employment and Investment Program" (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) লক্ষ অভিজ্ঞ পেশাদার ড্রাইভার তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করছে। (খ) (১) ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার লিফলেট ৭,৯৭,৫৪১টি এবং স্টিকার/পোস্টার ৪,৫৪,৮০০টি বিতরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ'র পাশাপাশি সড়ক পরিবহন মালিক/শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে মালিক শ্রমিক সংগঠন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে পেশাজীবী গাড়িচালকদের নিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬২,৯০০জন পেশাজীবী গাড়িচালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবানপূর্বক সড়ক পরিবহন আইন লঙ্ঘনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মহাসড়কে স্থাপিত ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল যাতে মোটরযান চালকের ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সে জন্য রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডালপালা অপসারণ, মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ হাট বাজার উচ্ছেদসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো দূর করা, চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেড ফোনে গান শোনা ইত্যাদি বন্ধ করা। ওভার স্পীডে গাড়ি না চালানো, ঘন কুয়াশায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত স্থান ছাড়া গাড়ি পার্কিং না করা ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক মোটরযান চালকগণকে মোটিভেশন প্রদান, দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা ৫(পাঁচ) ঘন্টার বেশি গাড়ি না চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে বিআরটিসি কর্তৃক স্বল্প দূরত্বের জন্য বাস, মিনিবাস ও ট্রাক সার্ভিস চালু করা হয়েছে। স্বল্প দূরত্বে বাস মিনিবাস চালু করার জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে [illegible]		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	মামলার মাধ্যমে ৩,৯৩,৭৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ২৩৮জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ২১৬টি যানবাহনকে ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরটিএ হতে হাইওয়ে পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। (ঘ) আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ১৯৯৩ সাল থেকে মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল(বিএসপি) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি অনলাইন প্লাটফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪(চার) লক্ষ। বর্তমানে বিএসপি'র মাধ্যমে (i) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার/পেশাদার), (ii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, (iii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী মোটরযানের এনলিস্টমেন্ট সদন ইস্যু ও নবায়ন, (iv) গ্রাহক কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল, (v) মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, (vi) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল জানা, (vii) নিবন্ধিত মোটরযানের জরিমানাসহ বিভিন্ন ফি জানা, (viii) ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/রকেট ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল ফি অনলাইনে প্রদান করা এবং (ix) মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি জমার ব্যাংকে শাখা/বুথের তালিকা জানা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র অন্যান্য সেবা অনলাইনে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।		
	ডিটিসিএ: **নির্দেশনা:** ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বর্তমানে রুট নং ২১, ২২ ও ২৬ চলমান। জানুয়ারি ২০২৩ এ রুট নং ২৩ উদ্বোধন করা হবে। এপ্রিল, ২০২৩ এর মাঝে রুট নং ২৪ ও ২৫ চালু করা হবে।	বাস রুট রেশনালাইজেশন এর পরিধি বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ডিএমটিসিএল: **নির্দেশনা:** মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	১. সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)
	ঢাকা বিআরটি: **নির্দেশনা:** বিআরটি প্রকল্পের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মানকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানিজমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে ট্রাফিক পুলিশের সাথে সমন্বয় করে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজ চলাকালীন সময়ে যানজট নিরসনে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিআরটি প্রকল্পের পরামর্শকদের পক্ষ হতে দক্ষ জনবল নিয়োজিত রয়েছে।	বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা-বিআরটি)/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/
১৫.০১.২০২
এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৪৫

তারিখঃ ১৫ মাঘ ১৪২৯
২৯ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২৯।০১।২০২৩

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☏২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd